বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম ব্রাহ্মণ)

[ভূমিকা, মূল (দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরে), সন্ধিবিচ্ছেদ, প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ব্যাকরণ, পর্যালোচনা, সংস্কৃতব্যাখ্যা (দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরে), প্রশ্নোত্তর আলোচনা সহ।]

সম্পাদক

জনেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, এম.এ., পি.এইচ্. ডি.

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

সংস্কৃত বিভাগ, এগরা সারদা-শশিভূষণ কলেজ,

পো ঃ এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।

বি.এন.পাবলিকেশন

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭৩

।। সূচীপত্র ।।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রাককথন	৩
সমর্পণ	৪
শুভাশংসনম্	৫
ভূমিকা	
বেদ ও উপনিষদ্	৯
উপনিষদের সংখ্যা ও পরিচয়	১১
উপনিষদ্ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য	১৪
উপনিষদের শিক্ষা ও দর্শন	১৫
চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম ব্রাহ্মণের আলোচ্য বিষয়	১৯
ভাষ্য, টীকা ও আলোচনা	২১
চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থব্রাহ্মণ	২৩
চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চমব্রাহ্মণ	১৭৬
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর	২৫৬
বড় প্রশ্নোত্তর	২৭২
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (সংস্কৃত ভাষায় / দেবনাগরী হরফে)	২৮৯
বড় প্রশ্নোত্তর (সংস্কৃত ভাষায় / দেবনাগরী হরফে)	৩০৭

।। ভূমিকা।।

বেদ ও উপনিষদ্ ঃ

বিদ্ + (অদাদি গণীয়) অচ্ = বেদ। 'বেত্তি বেদ বিদো জ্ঞানে'—বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, বিদ্ধাতু নিষ্পন্ন বেদও জ্ঞান। 'বেদ' অর্থে যেমন জ্ঞান, তেমনি জ্ঞান প্রকাশক সাহিত্য ও । বেদ সনাতন ভারতীয় জ্ঞান সাধনার বাঙ্ময় বিগ্রহ। ভারতবর্ষে এই জ্ঞান সাধনার সূত্রপাত কি 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্' এই ঋক্‌মন্ত্র থেকেই, নাকি শুরুর ও শুরু রয়েছে? কারণ ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে ঋষি মধুচ্ছন্দা বলেছেন— 'অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত'। পাঁচ-সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার ঋষি নিজেকে বলেছেন— 'নূতন'। তিনি বলেছেন, তাঁর পূর্বে ও ঋষিদের দ্বারা দেব অগ্নি পূজিত হতেন। শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার ঈশোপনিষদের দশম মন্ত্রে ঋষি বলেছেন— 'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে'— যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি এই বিদ্যা ও অবিদ্যাতত্ত্ব আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি। তবে কি বর্তমান বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের পূর্ববর্তী কোন জ্ঞানধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত ছিল? বৃহদারণ্যকোপনিষদের কিছু ইঙ্গিত উক্ত উপলব্ধির দৃঢ়তা প্রতিপাদন করে। চতুর্থ অধ্যায়ের শারীরক ব্রাহ্মণে ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য কোন কোন উদ্ধৃতির পূর্বে বলেছেন 'তদেষ শ্লোকো ভবতি' 'তদেতে শ্লোকাঃ ভবন্তি'—এই বিষয়ে এই শ্লোক রয়েছে। যেমন—'তদেব সক্তঃ সহ কর্মনৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্য' (৪।৪।৬) কিংবা 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ' (৪।৪।৭) ইত্যাদি কিছু কিছু উদ্ধৃতি। এই মন্ত্রগুলি যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের রচিত নয়, যদি নিজের রচনা হতো, তবে 'তদেষ শ্লোকো ভবতি' এরকম ভণিতা প্রয়োগ করতেন না। এই জাতীয় মন্ত্রগুলি তাঁর পূর্ববর্তী কোন ব্রহ্মজ্ঞের রচনা। কারণ এই জাতীয় মন্ত্রগুলি বর্তমানে প্রাপ্ত বৈদিক সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কি বৃহদারণ্যকোপনিষদে উদ্ধৃত এই জাতীয় মন্ত্রগুলির উৎস বর্তমান বেদ-পূর্ববর্তী কোন সমজাতীয় সাহিত্য? নিশ্চিতভাবেই ইহা গবেষণা সাপেক্ষ।

বৈদিক সাহিত্যের চারটি পর্যায়—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগকে অবলম্বন করেই বেদের অবশিষ্ট তিনটি ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচিত। ব্রাহ্মণ ভাগ, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিধি নিষেধ অবলম্বনে রচিত। বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, স্তুতি, পুরাকল্প ও পরকৃতি—এই ষড়্ বৈশিষ্ট্যাত্মক ব্রাহ্মণ সাহিত্য যেহেতু বৈদিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত, তাই ইহা কর্মকাণ্ড নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রায় সমসাময়িককাল থেকেই বেদের অন্য আরেকটি শাখা বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি রহস্য, আত্মা, জীব, জীব ও আত্মার সম্পর্ক, মৃত্যুরহস্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হয়। এই শাখা অভিহিত হয় জ্ঞানকাণ্ড নামে। আরণ্যকের যুগ থেকেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের